

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

রূপাই

‘রূপাই’ কবিতার রূপাই গ্রামের এক চাষার ছেলে। কালো মুখ রঙিন ফুলের চেয়েও সুন্দর আর কচি ধানের পাতার মতো তার মুখের মায়া। তার বাহু কচি লাউয়ের ডগার মতো সরু। তার গা শাওন মাসের তমাল তরঙ্গের মতো এবং মুখের হাসি সকলের মন ভুলায়। তার দেহের রং কালো হলেও সেই কালো রঙের মায়া দিয়ে সে সবার মন জয় করে কেবল সৌন্দর্য দিয়ে। সে কাজেও খুব পারদর্শী। কাজের বেলায় তাকে শাল-সুন্দি-বেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শাল-সুন্দি-বেত যেমন সকল কাজে লাগে, রূপাইকেও তেমন সকল কাজে লাগানো যায়। এজন্য লোকজন তাকে যোগ্য বাপের বেটা বলে থাকে।

গ্রামের সহজ-সরল ছেলে রূপাইয়ের গায়ের কালো রং যেন সবার দৃষ্টিতে মায়ার পরশ বুলিয়ে দেয়। তার মুখে ছড়িয়ে আছে কচি ধানের সবুজ পাতার মতো মায়া এবং সেই লাবণ্যময় মুখে অনিন্দ্য সুন্দর রূপাইয়ের হাসি। রূপের পাশাপাশি রূপাই খেলাধূলা ও কাজেও পারদর্শী। এ সৌন্দর্য ও কর্মশক্তি দিয়েই কালো রূপাই জগতের আলো বৃপে সবকিছু জয় করে নিয়েছে।

কাঁচা ধানের পাতার মতো তার কচি মুখের মায়া। তার মুখের হাসি কচি ধানের চারা তুলতে আসা কোনো কৃষকের মুখের হাসির মতো। তার বৃপের পাশাপাশি কর্মদক্ষতায়ও সবাই মুন্ফ হয়। খেলার মাঝে তাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। জারির গানে তার গলা সবার আগে ওঠে। তাই গ্রামের লোকজন মনে করে এ রূপার চেয়েও দামি এবং তার জন্য একদিন পুরো গায়ের সুনাম হবে। গ্রামবাসী রূপাইয়ের বৃপ, গুণে মুন্ফ হয়েছে এবং ভেবেছে একদিন রূপাই তাদের পুরো গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে।

রূপাই যেকোনো কাজে পারদর্শী বলে তাকে ইস্পাতের মতো কঠিন লোহার সাথে তুলনা করা হয়েছে। খেলাধূলায় সে যেমন পারদর্শী, তেমনি পারদর্শী গান গাওয়াতে। সকল কাজেই সে সমান পারদর্শী। তাই তাকে ইস্পাত সম লোহার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

‘শালি-সুন্দি-বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে’- বলতে রূপাই এর সকল কাজে পারদর্শী হওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। শাল অর্থ শালগাছ বা মূল্যবান কাঠ আর সুন্দি অর্থ শৈতপদ্ম। এছাড়া বেত নানা কাজে ব্যবহার হয়। এগুলো নানা ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। ঠিক একইভাবে রূপাই মাঠের কাজ, হাটের কাজ, লাঠিখেলা, জারিগান সবকিছুতে পারদর্শী। তাই রূপাইকে শালি-সুন্দি-বেতের সঙ্গে তুলনা করে তার সকল কাজে পারদর্শী হওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন: ‘কালো মুখেই কালো ভূমর, কিসের রঙিন ফুল।’- এখানে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

প্রশ্ন: ‘বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন’- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।